

📖 যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ যুবক ও বন্ধুত্ব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

যুবক ও বন্ধুত্ব - ১

জীবন এক অচিন দেশের সফর। আর অজানা পথের সফরে বিভিন্ন নদী-উপত্যকা, মরুপর্বত, সমুদ্র-জঙ্গল পার হয়ে ফিরে যেতে হবে আপন দেশ বেহেশ্যে। যে সফর এক দিনের নয়, এক মাসের নয়, নয় এক বা কয়েক বছরের। জীবন ভরের এই সফর সহজও নয়। কত সমস্যা, কত বাধা-বিঘ্ন, কত বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় এই লম্বা সফরের দ্বারপ্রান্তে। সুতরাং এ সফরের জন্য যেমন গাইড-বুক ও মানচিত্র চাই, তেমনি চাই মনের মত সহায়ক সঙ্গীও। মুসলিম মুসাফিরের গাইড-বুক হল আল-কুরআন, মানচিত্র হল মহানবীর আদর্শ, তরীকা বা সুন্নাহ। আর সহায়ক সঙ্গী হল আদর্শ স্ত্রী ও বন্ধু।

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার জীবন-সন্ধিক্ষণে এবং বিবাহের পূর্বেও সেই সঙ্গী ও বন্ধুর খোজ থাকাটা প্রায় মানুষেরই প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানুষ যার পাশে বসে, যার সঙ্গে চলা-ফিরা করে মনে আনন্দ পায়। ভারী কথা তার নিকট বলে মনের বোঝা হাল্কা করে। নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে ডুবে থাকা হৃদয়ে সঙ্গতার আলো জ্বালিয়ে জীবনের বিভিন্ন সুখ ও সঙ্কট মুহূর্তে সহায়ক সাথী ও হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার উৎসাহদান ও অনুপ্রেরণা পায়। আর বলাই বাহুল্য যে, মনের মত সঙ্গীর সাথে কথা বলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ আর অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। অন্য দিকে যার প্রকৃত বন্ধু, আছে, তার সকল ক্রটি দেখার জন্য আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য এমন লোকও বহু আছে, যাদের চুন খেয়ে গাল তেঁতেছে, ফলে দই দেখেও ভয় পায়। অর্থাৎ, বন্ধুত্বের বাজারে ঠকে বা কাউকে ঠকতে দেখে একাকী থাকতে পছন্দ করে এবং মোটেই কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। ফলে মাথা ব্যথা করলে তা সারার চেষ্ঠা না করে, মাথাটাই কেটে ফেলার ফায়সালা করে নেয়। অথচ মহানবী (সা.) বলেন, “যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মু'মিন ঐ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।” (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫১নং)

অন্য দিকে আর এক শ্রেণীর তরুণ ও যুবক আছে, যারা বন্ধুত্বে অতিরঞ্জন করে। ফলে ধোকা খেতে হয় তাকে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, লোকেদের সাথে না মিশলে শত্রুতার উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে অধিকভাবে (অনেকের সঙ্গে) মিশলে অসৎ সঙ্গীও প্রশ্রয় পায়। অতএব তুমি এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।

বন্ধুত্ব করা উচিত। তবে তা কোন পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নয়। বন্ধুত্ব হতে হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে। অর্থাৎ, একজনকে ভালোবাসবে শুধু এই জন্য যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, অথবা তাকে ভালোবাসলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব হবে, অথবা তার সহিত বন্ধুত্ব রাখলে আল্লাহ ও তার দ্বীন বিষয়ে বহু কিছু জানা যাবে, অথবা তার সংসর্গে আল্লাহর ইবাদত সঠিক ও সহজ হবে, অথবা তার পরিবেশে মিশে ইসলামী পরিবেশ গড়া সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যই হল বন্ধুত্ব করার মহান উদ্দেশ্য। এমন সৎ উদ্দেশ্যের রয়েছে বিশাল মর্যাদা।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব কায়ম করার মাঝে ঈমানের পরিপূর্ণতা, মিষ্টতা ও প্রকৃত স্বাদ রয়েছে। মহানবী উক্তি

বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।” (সহীহ আবু দাউদ ৩৯১০ নং) “তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করেছে, সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ ও তদীয় রসুলকে অধিক ভালোবাসা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ কুফরী থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করা, যেমন আঙুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে অপছন্দ করা হয়।” (বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩ নং)

“যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালোবাসুক।” (আহমাদ, বাযযার, সহীহুল জামে ৫৯৫৮ নং)

“সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন তার আরশের ছায়া দান করবেন, যেদিন তার ঐ ছায়া ছাড়া আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের উপরেই তারা মিলিত হয় ও তারই উপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।” (বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১ নং)

“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে উপবেশনকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে যিয়ারতকারীদের জন্য আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত এবং আমার উদ্দেশ্যে আপোসে খরচকারীদের জন্যও আমার ভালোবাসা সুনিশ্চিত।’ (আহমাদ ৫/২৩৩ মুতুত্ত। ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৪৩৩ ১নং)

“কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। আর ঐ লোক হল তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কয়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সম্বস্ত হবে তখন তারা কোন ভয় পাবে না। এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে। যারা মুমিন এবং পরহেযগার। তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে। সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্যাবলীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল মহাসাফল্য।’ (সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত, সহীহ আবু দাউদ ৩০১২ নং)

“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাদের জন্য হবে নূরের মেঘর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবে।’ (সহীহ তিরমিযী ১৯৪৮, আহমাদ ২১৫৭৫ নং)

“ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।” (ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭২৮ নং)

“এক ব্যক্তি অন্য এক বস্তিতে তার এক (দ্বীনী) ভায়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। আল্লাহ তাআলা তার গমন-পথে একজন অপেক্ষমাণ ফিরিশ্যা বসিয়ে দিলেন। (লোকটি সেখানে পৌছলে) ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ? সে বলল, ‘ঐ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।’ ফিরিস্তা জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে তোমার কোন সম্পদ আছে কি, যার দেখাশোনা করার জন্য তুমি যাচ্ছ?’ সে বলল, ‘না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালোবাসি, তাই যাচ্ছি। ফিরিশ্যা

বললেন, 'আমি আল্লাহর নিকট হতে তোমার কাছে এই। সংবাদ পৌছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যে রূপ তুমি তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে ভালোবাস।' (মুসলিম, মিশকাত ৫০০৭ নং)

“যখন দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আপোসে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তখন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই ব্যক্তি, যে অপরকে অধিক গাঢ়ভাবে ভালোবাসে।” (সহীহুল জামে' ৫৫৯৪ নং)

হে যুবক বন্ধু! ভেবে দেখ, তোমার বন্ধুর সাথে যে বন্ধুত্ব রয়েছে, তা কোন স্বার্থলাভ, অর্থ লাভের জন্য তো নয়? তুমি যাকে ভালোবাস, সে ভালোবাসা তার রূপ ও সৌন্দর্যের জন্য তো নয়? তার খেলা, অভিনয় বা গান ভালো লাগে তাই তাকে ভালোবাস- এমন তো নয়? কোন রাজনৈতিক দল বা মতের ভিত্তিতে তো নয় তোমার প্রেম? তেমন কিছু হলে সে বন্ধুত্ব, সে ভালোবাসা ও প্রেম, সে মহব্বত ও প্রীতির কোন মূল্য নেই।

আল্লাহর ওয়াস্তে ও দ্বীনের স্বার্থে যে প্রেম, সে প্রেম অনির্বাক্য, চিরকালীন। এমন প্রেমেরই দুই প্রেমিক ছায়াহীন কিয়ামতের দিনে আল্লাহর বিশেষ ছায়া লাভ করবে। এমন মহব্বত ও দোস্তী সেই ভীষণ কিয়ামতের দিনেও অক্ষত থাকবে, “যেদিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা।” (সূরা মাআরিজ ১০ আয়াত) সেদিন বন্ধুরা এক অপরের শত্রু হয়ে পড়বে। তবে পরহেযগাররা নয়।” (সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত) তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না। কে তোমার বন্ধু? কাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিজের হৃদয়ের কোণে আসন দিয়েছ? কার নিকট তুমি তোমার জীবনের সকল রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছ? -তা ভেবে দেখেছ কি?

এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, “মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব কায়ম করছে।” (তিরমিযী ২৩৭৮ নং)

বন্ধু বন্ধুর কথা মত চলে, তার চরিত্র মত গড়ে ওঠে। দু'টি মনের অপূর্ব মিল হলে তবেই বন্ধুত্বের খাতির সহজে জন্মে ওঠে। এমন না হলে উভয়ের মধ্যে একজন প্রভাবশালী হয় এবং অপর জন হয় প্রভাবান্বিত। অতএব এ ক্ষেত্রে এমন সাথী নির্বাচন করা উচিত, যাতে বন্ধুত্বের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়। তাছাড়া আর একটা কথা এই যে, “আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।” (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৫০০৩)।

মক্কায় এক কৌতুকপ্রিয়া মহিলা ছিল। সে যখন মদীনায় এল, তখন এমন এক মহিলার নিকট স্থান নিল, যে ছিল তারই মত কৌতুকপ্রিয়া। এ কথা শুনে মা আয়েশা (রাঃ) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলেন।

এ কথা বাস্তব যে, শুধু মানুষের মাঝেই নয়, পশু-পক্ষীর মাঝেও এমন ‘জাতীয়তাবাদ’ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, যে যে জাতের পাখী, সে সেই জাতের পাখীর দলেই গিয়ে মিশে থাকে, অন্যথা নয়। মালেক বিন দীনার বলেন, একদিন একটি কাককে একটি পায়রার সঙ্গে বসে থাকতে দেখে আমি অবাক হলাম। ভাবলাম, এমন তো হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হল কেন? পরক্ষণে দেখা গেল যে, উভয় পাখীই ছিল খোড়া। তাই খোড়ায়-খোড়ায় এক ধরনের মিল থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ দুই জাতের পাখী ভাবের সাথে একত্রে বসেছিল।

মানুষের মাঝেও তাই। সাধারণতঃ যে মানুষ যে গুণ, চরিত্র ও আকৃতির, সে মানুষ ঠিক তারই মত একজন

মানুষকে বেছে নিয়ে তার সহিত উঠা-বসা ও বন্ধুত্ব করে। অধিকাংশ মানুষের মাঝেই ‘জ্যায়সন কা ত্যায়সন, শুটকী কা ব্যায়গন’ এর মত এক আজব মিল ও চমৎকার সুসাদৃশ্য বর্তমান থাকে।

ভাই সঙ্গী-সন্ধানী যুবক! ভালো লোকদের ও দীনদার যুবকদের প্রতি তোমার মন যদি বীতশ্রদ্ধ হয়, তাহলে জেনে রেখো যে, তোমার মাঝে কোন রোগ আছে; হয় ঈমানী রক্তস্বল্পতা, নচেৎ সন্দেহের যক্ষা, নতুবা প্রবৃত্তিপূজার রক্তচাপ। সুতরাং বন্ধুত্ব করার পূর্বে এসব রোগ সারিয়ে নিও।

যদি দেখ যে, তোমার মন আকৃষ্ট হচ্ছে এমন সব যুবকদের প্রতি, যারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রায় নম্বর ওয়ান হিরো’ এবং স্বভাব-চরিত্রে ডবল জিরো, যাদের মাঝে আছে মস্তানী বা নোংরামি, তাহলে জেনে রেখো, তোমার মাঝেও তাদের ঐ রোগ সংক্রমণ করেছে। অতএব তাদের কাউকে বন্ধু করার আগে নিজের পজিশন পরখ করে নিও। আর মনে রেখো যে, দলদলে একবার পা পড়ে গেলে, সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে ফিরে আসা মোটেই সহজ নয়।

যদি তুমি মনে মনে গর্বিত হও এই ভেবে যে, তুমিই বড় চরিত্রবান যুবক, তোমার মত সভ্য মানুষ আর কেউ নেই; অতএব তোমার মানের যোগ্য বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। তাহলে এ ধারণাকে তুমি মিথ্যা জেনো। তোমার মনের মণিকোঠায় সন্ধান করে দেখো, সেখানে শয়তানের বাসা রয়েছে। সুতরাং সে সময় তুমি আউয়ু বিল্লাহ’ পড়ো।

আর যদি তুমি দেখো যে, তোমার নিজের মাঝে ত্রুটি আছে, কিন্তু ভালো লোককে ভালোবাস, তাদের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, তাদের সহিত উঠতে-বসতে ভালো লাগে, তাহলে ভেবো যে, তোমার মধ্যে কিছু মঙ্গল রয়েছে। সুতরাং সে সময় ঐ মঙ্গলকে যথাযথভাবে প্রতিপালিত কর এবং চেষ্টা কর, যাতে তাদের দলে शामिल হতে পার। বন্ধুত্ব কয়েম কর তাদের সাথে।

বন্ধুত্ব স্থাপন কর বন্ধুর তিনটি জিনিস পরীক্ষা করে। সে পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই তাকে বন্ধু বলে নির্বাচন কর, নচেৎ না।

১- প্রথমতঃ বন্ধুর জ্ঞান কত, তা বিচার কর। কারণ, জ্ঞানী বন্ধু এক নেয়ামত। যে নেয়ামত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। যার নিকট সংকট মুহূর্তে বহু সুপরামর্শ পাওয়া যায়। যে স্পর্শকাতর সময়ে সঠিক পথনির্দেশ করে দৃষ্টিভ্রান্ত দূর করে দেয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে অধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। এমন বন্ধুর বন্ধুত্বে ধোকাবাজির ভয় থাকে না, ভয় থাকে না কোথাও অপমানিত হওয়ার। কারণ, জ্ঞান হল আলো; চোখের আলো এবং মনেরও আলো। আর আলোর পথই ভালো। চাহে রাত্রি আসুক অথবা কাটা থাকুক পথে, নিশ্চিন্তে গন্তব্য হলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এ জন্যই একজন বিজ্ঞ বন্ধু হল সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

জ্ঞানীর সংস্পর্শে থাকলে হৃদয় আবাদ থাকে। জ্ঞানীর পরশে নিজেকেও জ্ঞানী করে তোলা যায়। তা না গেলেও জ্ঞানীর সাথে সম্পর্ক কয়েমে মানুষের সুনাম লাভ হয় -যদিও সে সুনামের যথার্থ অধিকারী নয়। আব্দুল্লাহ বিন ত্বাউস বলেন, একদা আমাকে আমার আব্বা বললেন, ‘বেটা! জ্ঞানীদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে - যদিও প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের দলভুক্ত নও (এবং নিজে তাদের মত জ্ঞানী না হও)। আর মুখদের সাহচর্য গ্রহণ করো না। কারণ, তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে, যদিও আসলে তুমি তাদের দলভুক্ত নও (এবং তুমি নিজে মুখ না হও)। আর জেনে রেখো, প্রত্যেক জিনিসের একটা শেষ সীমা আছে। মানুষের বাসনার শেষ সীমা হল সুজ্ঞান লাভ। (অফিয়াতুল আ’ইয়ান ২/৫১১)।

২- বন্ধু দ্বীনদার কি না, তা দেখ। কারণ, দ্বীন হল মানুষের এমন সম্পদ, যা মানুষকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলে। দ্বীন দেয় জ্ঞান, মন ও দেহের খোরাক। দ্বীন হল সেই প্রতিষেধক মহৌষধ, যার ব্যবহার অন্তরের ব্যাধি দূর করে, দূর করে মনের কালিমা, প্রতিহত করে সকল অন্যায় ও অসৎ-আচরণকে। দ্বীন রক্ষা করে আল্লাহর গণ্য ও দোষখের আযাব থেকে।

যে ব্যক্তির দ্বীন নেই সে মৃত। বেদ্বীন মানুষের জীবনে কোন সুপরিকল্পিত আশা নেই। উদ্দেশ্যহীন জীবন-পথে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল নেই। তাই তার উপর কোন আস্থা নেই, নেই কোন ভরসা। বেদ্বীন মানুষ নিজেরই দুশমন। সুতরাং সে কিরূপে -বিশেষ করে দ্বীনদারের- দোস্ত হতে পারে? যে তার প্রতিপালককে ভালোবাসে না, সে কি তোমাকে ভালোবাসবে? তার ভালোবাসায় কি কোন ভরসা আছে? যে মহাপরাক্রমশালী বাদশা আল্লাহর ফরয আদায়ে গরয দেখায়, সে তোমার ভালোবাসার কর্ত্ত্ব কিভাবে আদায় করবে?

অতএব জেনে রেখো যে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। দ্বীনদার, পরহেযগার বন্ধুই তোমার বেহেস্তী পথের সঙ্গী। সেই তোমাকে সহায়তা করতে পারে মহাসাফল্যের জন্য। তাই তুমি দ্বীনদার বন্ধুই গ্রহণ কর। গরীব হলেও তাকেই তুমি অন্তরঙ্গ সাথী হিসাবে নির্বাচন কর। মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে এই আদেশ করেন যে, “তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আর পার্থিব জীবনের সুখ-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। পক্ষান্তরে তার অনুসরণ করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করেছি, যে তার আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে যায়।” (সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)

আর প্রিয় নবী (সা.) বলেন, “তুমি মু'মিন ব্যতীত আর কারো সাহচর্য গ্রহণ করো না এবং পরহেযগার মানুষ ছাড়া তোমার খাবার যেন অন্য কেউ না খায়।” (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে ৭৩৪১ নং)

৩- কারো সহিত বন্ধুত্ব গড়ার পূর্বে তার চরিত্র বিচার করে দেখো। কারণ, মানুষের জন্য সৎচরিত্রতা এক অমূল্য ধন। যার চরিত্র নেই, যে চরিত্রহীন, সে নিঃস্ব। সে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই সুন্দর ও সভ্য হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে অন্তঃসারশূন্য।

চরিত্রবান মানুষের এক প্রভাব আছে; যার মাধ্যমে সে অপরকে চরিত্রবান করতে পারে। তদনুরূপ দুঃচরিত্রেরও প্রভাব কম নয়। সেও অপরকে চরিত্রহীন করতে অবশ্যই দ্বিধা করে। সুতরাং ওঠা-বসা করার সময় এ খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে, যাতে যুবকের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। মহান চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত নবী (সা.) সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ পেশ করে বলেন, “সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর-ওয়ালা তোমাকে তার আতর উপহার দেবে, নতুবা তুমি তার নিকট থেকে আতর ক্রয় করবে, নচেৎ এমনতেই তার নিকট থেকে সুবাস পাবে। আর কামার, হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, হয় তুমি তার নিকট থেকে পাবে দুর্গন্ধ।” (বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮ নং)

আতর-ওয়ালার পাশে বসে মন ও মগজকে যেমন আতরের সুবাসে তাজা করা যায়, তেমনি সৎ সঙ্গীর এমন সগুণাবলী আছে যে, তার মাধ্যমে নিজের জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করা যায়। সৎ সঙ্গী তোমাকে এমন শিক্ষা দেবে, যা তোমার দ্বীন অথবা দুনিয়া অথবা উভয় ক্ষেত্রে যথার্থ কাজে আসবে। এমন উপদেশ ও পরামর্শ দেবে, যার মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনে এবং মরণের পরেও উপকৃত হবে। এমন কাজের আদেশ করবে, যা করলে

তোমার লাভ আছে এবং এমন কাজ হতে তোমাকে বিরত রাখবে, যে কাজে তোমার ক্ষতি ও নোকসান আছে। এমন বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করার লাভ সুনিশ্চিত। যে বন্ধু তোমাকে গড়ে নেবে, তোমার ত্রুটি গোপন ও সংশোধন করবে, আল্লাহর আনুগত্যে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করবে, পাপ কাজে বাধা দান করবে, তোমার ও তোমার ইজ্জত রক্ষা করবে এবং তার নেক দুআয় তুমি তোমার দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে।

পক্ষান্তরে কামারের পাশে বসলে যেমন তার ধূয়া, কয়লা বা পুরনো লোহা পোড়ার দুর্গন্ধ, হাতুড়ী পেটার শব্দ এবং আগুনের ফিনকি ও আগ্রার ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তেমনি অসৎ সঙ্গী ও দুরাচার বন্ধুর সংসর্গে থাকে বহুমুখী ক্ষতির আশঙ্কা ও নানাবিধ। অমঙ্গল ঘটার সংশয়। কারণ, এমন বন্ধু অসৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, সৎ কাজে বাধা দান করবে, তওবার কাজে অন্তরাল সৃষ্টি করবে, অর্থ ও স্বাস্থ্যের হানি ঘটাবে। বাড়ির ইজ্জত নষ্ট। করবে, এমন কি বন্ধুর সর্বস্ব লুটে যাওয়ার প্রয়াস চালাতে কুণ্ঠিত হবে না। অতএব হে যুবক বন্ধু! হুশিয়ার ও সচেতন থেকে এমন বন্ধুত্ব গড়া থেকে। আর হ্যাঁ, খেয়াল রেখো তোমার মান ও পজিশনের কথা।

অর্থাৎ, বন্ধুর মানে তুমি খাপ খাবে কি না তাও দেখে নিও। হুঁদুর-ওয়ালা হয়ে হাতি-ওয়ালার সাথে তোমার বন্ধুত্ব সাজে না। হাতি রাখার ঘর দিতে না পারলে তুমি তোমার বন্ধুর মন যোগাতে পারবে না, বিধায় তোমার সে বন্ধুত্ব টিকবে না। এমন উচ্চ মানের বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণের প্রয়াস চালায়ো না, যার গর্ব ও অহংকারে তুমি কষ্ট পাবে। তদনুরূপ এমন নিম্ন মানের বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করো না, যার মূখতায় তোমার মন ব্যথিত হয় অথবা মান-ইজ্জত হারিয়ে যায়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ার পূর্বে ঠিক তেমনি করে ভেবে নিও, যেমন ভাব বিবাহ করার পূর্বে। বন্ধু ও স্ত্রীর অনেকটা দিক প্রায় একই। অবশ্য বন্ধু পাল্টানো যায়, কিন্তু স্ত্রী পাল্টানো গেলেও, তা মোটেই সহজ নয়। একবার জোড়া লেগে গেলে চিরদিন উপভোগ করতে হয় তার চরিত্র ও ব্যবহারের মধুরতা, নচেৎ বিষময় তিজ্ঞতা।

অতএব ধোকা খাওয়ার পূর্বে বন্ধুকে পরখ করে নিও এবং তার বাহ্যিক আড়ম্বর ও সুশোভিত ব্যবহার তথা নতুন পরিচয়ের আচমকা-সুন্দর স্বভাব দেখে তাকে বন্ধু বলে লুফে নিও না। এক ব্যক্তি হযরত উমার (রাঃ)-কে কথা প্রসঙ্গে বলল, 'অমুক লোকটা বড় খাটি লোক। তিনি বললেন, (তা তুমি কি করে জানলে?) ওর সাথে কি কোন সময় সফর করেছ? লোকটি বলল, জী না।' তিনি বললেন, 'তোমার ও তার মাঝে কি কোন দিন তর্ক বা মতবিরোধ হয়েছিল? লোকটি বলল, জী না।' তিনি বললেন, 'ওর কাছে কি কোন দিন কিছু আমানত রেখেছিলে? লোকটি বলল, জী না। পরিশেষে তিনি বললেন, তাহলে ওর সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। আমার মনে হয় তুমি ওকে কেবল মসজিদে বসে মাথা হিলাতে দেখেছ।' (উয়ুনুল আখবার ৩/ ১৫৮)

হা মানুষের সাথে ব্যবহার না করলে মানুষের আসল রূপ ধরা যায় না। আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা, ঋণ, প্রতিবেশ, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। আর তখনই হয় আসল বন্ধুর অগ্নিপরীক্ষা।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, কোন বন্ধু কামেল নয়। কোন না কোন ত্রুটি থাকতেই পারে। তাছাড়া মন সকলের সমান নয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। দু'টি মন যে সম্পূর্ণরূপে একমত হবে, তা প্রায় অসম্ভব। আর তার জন্যই লোকে বলে, 'মনের মত মানুষ পাওয়া দায়। অতএব ঠিক 'মনের মত' বন্ধু পাওয়া ততটা সহজ নয়।

জৈনিক দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী লম্বা সফর। করেছে?' দার্শনিক বললেন, 'যে

ব্যক্তি একটি বন্ধুর খোঁজে সফর করেছে।

আর প্রিয় নবী (সা.) বলেন, “তোমরা কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই পূর্ণরূপে সক্ষম হবে না।” (ইবনে মাজাহ হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০ নং)

উক্ত মহাবাণী থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে দীন ও চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বন্ধুর মাঝে ছোটখাট কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়।

প্রিয় নবী (সা.) আরো বলেন যে, “মनुষ্য-সমাজ হল শত উটের মত; যার মধ্যে একটা ভালো সওয়ার-যোগ্য উট খুঁজে পাওয়া মুশকিল।” (আহমাদ; বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ সহীহুল জামে’ ২৩৩২ নং)

সুতরাং তুমিও যে একটা মনের সম্পূর্ণ পছন্দমত মানুষ সহজে খুঁজে পাবে না, তা বলাই বাহুল্য। অতএব তারই মধ্যে ভালো যুবক দেখে তুমি তোমার বন্ধুত্বের জীবন গড়ে তোল এবং একেবারে নিখুঁত খোঁজার চেষ্টা করো না, নচেৎ জীবনে কোন বন্ধুই পাবে না। বন্ধুর। ছোট-ছোট ভুল চোখ বুজে সয়ে নিও, যথাসম্ভব সংশোধন করে চলো, যথারীতি তার দোষের জন্য ওজর খুঁজে নিও। নচেৎ বন্ধুত্বের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12471>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন